

I
J
C
R
M

International Journal of Contemporary Research In Multidisciplinary

Research Article

আচার্য মনু বিরচিত মনুসংহিতা অনুসারে খাদ্যের বিধি নিষেধ - একটি সমীক্ষাত্মক অধ্যয়ন

মালবিকা দোলুই *

Department of Sanskrit, The university of Burdwan (Bardhaman), Arambagh, west Bengal, India

Corresponding Author: *মালবিকা দোলুই

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18920395>

Abstract

শরীর ও মনের শুদ্ধতা রক্ষার জন্য অতি প্রাচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থ ভগবান মনু রচিত মনুসংহিতা (পঞ্চম অধ্যায়) অনুসারে খাদ্য বিধি মূলক পবিত্রতা, বিশুদ্ধতা এবং নৈতিকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। মনুসংহিতা শারীরিক এবং আত্মিক উন্নতির জন্য সুসম ও পবিত্র খাদ্যগ্রহণের নীতি অনুসরণ করে। পঞ্চম অধ্যায়ে ভগবান মনু আমিষ খাদ্য (মাছ-মাংস) বর্জনের পরামর্শ দিয়েছেন, তা বিশেষ করে নির্দিষ্ট অশৌচ অবস্থায়। মনুসংহিতায় আহারের সময়কাল এবং শুদ্ধ খাদ্য এবং অশুদ্ধ খাবার (যেমন- পেঁয়াজ, রসুন, মাটির নিচের ফসল) বর্জনের নিয়মাবলী উল্লেখ করা হয়েছে, যা মূলত শারীরিক ও মানসিক শুচিতা রক্ষার ওপর ভিত্তি করে তৈরি।

সঠিক আচরণকারী ও সুযোগ্য ব্যক্তি যেমন আশেপাশের ব্যক্তি ও পরিবেশকে সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন রাখতে পারে, তেমনি নিজেও পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারে সুস্থভাবে অনেকদিন। তাই আমাদের মনুসংহিতা অনুসারে ভক্ষ্য (যা খাওয়া উচিত) এবং অভক্ষ্য (যা খাওয়া উচিত নয়) এবং অন্নপানের পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ে বিস্তারিত নিয়ম রয়েছে।

'মনুসংহিতা' যজ্ঞের বাইরের পশুবধকে পাপ বা নিষিদ্ধ বলে গণ্য করে এবং অহিংসার আদর্শকে সমর্থন করে। অন্নপান বিষয়ে তিনি (ভগবান মনু) সচেতন করে বলেন যে কখনোই কেশকীট সমন্বিত অন্ন ভোজন করা উচিত নয়। আবার গরু, কুকুর ও বিভিন্ন পশুর মুখ দেওয়া অন্ন ভোজনও তিনি নিষেধ করে বলেছেন -- "..... ন ভুঞ্জীত কদাচন কেশকীটাবপন্নঞ্চ পদাপ্তঞ্চ কামতঃ।"

শরীরকে সুস্থ রাখতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং যুক্তিযুক্ত হল মনুসংহিতায় উল্লেখিত খাদ্য গ্রহণের বিধি। বিভিন্ন পাখি যেমন— চিল, পায়রা, চড়াই, শকুন, জলচর পাখি বিশেষ, হাঁস, টিট্টিভ, চক্রবাক, সারস প্রভৃতি পক্ষীর মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ করেছেন ভগবান মনু।

গ্রাম্য শুকর, ব্যাঙের ছাতা, রসুন, পেঁয়াজ, গ্রাম্য কুকুট, গাজর— এই ছয়টি জ্ঞানপূর্বক যে ভোজন করে তাকে কৃচ্ছ্র-সান্তপন ব্রতের মাধ্যমে শুদ্ধ হতে হবে।

এটি নিরামিষভোজকে শ্রেষ্ঠ মনে করলেও যজ্ঞের উদ্দেশ্যে মদ্যপানের নিয়মাবলী ও আমিষ গ্রহণ সংজ্ঞায়িত করেছে। এই গ্রন্থটি পবিত্রতা, স্বাস্থ্য এবং নৈতিকতা (সত্ব, রজঃ, তমঃ গুণ) বজায় রাখার জন্য খাদ্যাভ্যাসের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। এমনকি বর্তমান সমাজে মনুসংহিতার প্রভাব যেমন নিরামিষভোজী প্রবণতা, গো-মাংসের নিষেধাজ্ঞা, বণভিত্তিক খাদ্যাভ্যাস, ধর্মীয় উৎসব, অশৌচ বিধি, সাত্বিক ও বিশুদ্ধ আহার, নীতিগত খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদি বিষয়ের ওপর প্রভাব ফেলে।

আধুনিক হিন্দুরা প্রায়শই মনুসংহিতায় এইসব বিধিনিষেধ অমান্য বা উপেক্ষা করে, কিন্তু কিছু ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির কাছে এই খাদ্যবিধি নিয়ম পালনগুলি আধ্যাত্মিক উন্নতির একটি উপায় এবং আত্মশুদ্ধির উন্মেষ ঘটে।

Manuscript Information

- ISSN No: 2583-7397
- Received: 11-01-2026
- Accepted: 26-02-2026
- Published: 09-03-2026
- IJCRM:5(2); 2026: 147-150
- ©2026, All Rights Reserved
- Plagiarism Checked: Yes
- Peer Review Process: Yes

How to Cite this Article

মালবিকা দোলুই. আচার্য মনু বিরচিত মনুসংহিতা অনুসারে খাদ্যের বিধি নিষেধ - একটি সমীক্ষাত্মক অধ্যয়ন. Int J Contemp Res Multidiscip. 2026;5(2):147-150.

Access this Article Online



www.multiarticlesjournal.com

KEYWORDS: সাত্বিক আহার, বৈবস্বত, গ্রাম্য কুকুট, টিট্টিভ, কৃচ্ছ্র সান্তপন ব্রত।

আলোচনা

**"ভারতং মানবো ধর্মো বেদাঃ সাক্ষিকিংসিতম্।
আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি ন হস্তব্যানি হেতুভিঃ ॥"¹**

এই শ্লোকটিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে চারটি শাস্ত্রের আদেশ অব্যাহত পালন করার কথা বলেছেন সেইখানে ভগবান মনু প্রণীত যে শাস্ত্র অর্থাৎ মনুসংহিতার কথাও উল্লেখ করে বলেন যে, ভারতপ্রণীত, নীতিশাস্ত্র, মনুস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, অঙ্গসম্পন্ন বেদ এবং চিকিৎসা শাস্ত্র—এই চারটি শাস্ত্র অব্যাহত পালন করবে। কিন্তু যুক্তি তর্ক দ্বারা এই শাস্ত্রগুলির খণ্ডন করা যাবে না। অতএব মনুসংহিতার যে বিধান সেটা নির্বিকারে বা হেতুবাদ দ্বারা এগুলি খণ্ডন না করে এগুলি মেনে চলার কথা শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন।

এই মনুস্মৃতি বা মনুসংহিতা হল বৈদিক সনাতন ধর্মান্বলম্বী অনুসারীদের এক মুখ্য স্মৃতিগ্রন্থ। বৈবস্বত মনু রচিত মনুসংহিতা গ্রন্থটি মোট ১২টি প্রকরণে বিভক্ত এবং ২৬৮০ শ্লোকের বেশ বড়সড় সংকলন।

পাঠের শিরোনাম মনুস্মৃতি এই শব্দটিকে উপসর্গ হিসাবে ব্যবহার করে, কিন্তু প্রথম মনু বলতে বোঝায় ব্রহ্মার আধ্যাত্মিক পুত্র স্বয়ম্ভুবকে।

বৈবস্বত ছিলেন দ্রাবিড়ের রাজা। তাঁকে বন্যার বিষয়ে বিষ্ণুর মৎস্য অবতার দ্বারা সতর্ক করা হয়েছিল। তিনি (বৈবস্বত মনু) একটি নৌকা তৈরি করেছিলেন যাতে তিনি বেদ, তাঁর পরিবার ও সাত জন ঋষিকে সুরক্ষা করতে পারেন।

সঠিক আচরণকারী ও সু অভ্যাসের ব্যক্তি যেমন আশেপাশের ব্যক্তি ও পরিবেশকে সুস্থ ও পরিষ্কার রাখতে পারে, তেমনি নিজেও পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারে সুস্থভাবে অনেকদিন। তাই আমাদের মনুসংহিতা অনুসারে কীভাবে খাদ্যের বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হবে তা সর্বাগ্রে জানতে হবে। অতএব, মনুসংহিতা অনুসারে খাদ্যের বিধি-নিষেধ নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে এই প্রবন্ধটিতে।

প্রথমেই বলা যেতে পারে মনুসংহিতা অনুসারে খাদ্য-বিধি নিষেধের মূল ভিত্তি হলো পবিত্রতা ও অহিংসা, যেখানে জীবের ক্ষতি করে প্রাপ্ত মাংস বর্জন করার কথা বলা হয়েছে। বিশেষত বৈদিক যজ্ঞের প্রসাদ ছাড়া এটি নিরামিষের দিকে নির্দেশ করে। তবে খাদ্য-বিধি নিষেধ নিয়ে যে বিধান দেওয়া আছে সেগুলি হলো -

খাদ্যাভ্যাস বলতে ক্ষতিকর খাদ্য গ্রহণ না করা। ভগবান মনু মানুষকে এই মনুসংহিতায় অকাল মৃত্যুর গ্রাস থেকে রক্ষা করার জন্য ভক্ষ্য-অভক্ষ্যের বিধান দিয়েছেন।

অন্ন পান বিষয়ে তিনি (মনু) সচেতন করে বলেছেন কখনই কেশকীট সমন্বিত অন্ন ভোজন করা উচিত নয়। আবার রাতের বাসি হয়ে যাওয়া অন্ন, গরু, কুকুর, বিভিন্ন পাক্কী মুখ দেওয়া অন্ন ভজনেও তিনি নিষেধ করেছেন।

"... ন ভুঞ্জীত কদাচন কেশকীটাবপন্নঞ্চ পদাস্পৃষ্টঞ্চ কামতঃ ॥"²

শরীরকে সুস্থ রাখতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং যুক্তিযুক্ত হল উল্লেখিত মনুসংহিতার অন্ন গ্রহণ বিধি। কেননা সূক্ষ্ম বিচারে দেখা যায় যে কেশকীট মিশ্রিত অন্ন বা রাতের বাসি হয়ে যাওয়া অন্ন গ্রহণ করলে বিভিন্ন রোগের কারণ হতে পারে। আবার কাক, কুকুর, গরু প্রভৃতি প্রাণীর মুখ দেওয়া অর্থাৎ তাদের মুখ থেকে নিঃসৃত লালার রসের মিশ্রিত বিভিন্ন জীবাণু, ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগের কারণ হতে পারে।

তাই এই ধরণের ক্ষতিকর অন্ন ভোজনের ক্ষেত্রে বর্জনীয়।

ভগবান মনু তাঁর মনুসংহিতায় যেমন ক্ষতিকর অন্ন বিষয়ে সচেতন করেছেন তেমনি সচেতন করেছেন ক্ষতিকর অভক্ষ্য মাংস বিষয়েও। যেমন মনুর মতে যে সকল প্রাণী একাকী বিচরণ করে বিশেষত সর্পাদি প্রভৃতি প্রাণী পক্ষী, মৃগ প্রভৃতি জাতি পরিজ্ঞাত নয়। সামান্য বা বিশেষ কোনো আপতদৃষ্টিতে যা ভক্ষ্য বলে মনে হয় এইরূপ পক্ষনখ বিশিষ্ট প্রভৃতি জীবও ভক্ষণ করা যাবে না।

**"ন ভক্ষ্যয়েদেকচরান জ্ঞাতাংশ মৃগদ্বিজান্।
ভক্ষ্যেয়পি সমুদ্বিন্ সর্বান পক্ষনখাংস্তথা ॥"³**

¹ ভগবানবন্দন, মহাভারতম্, আশ্বমেধিক পর্ব, ১২২৮

² মনুসংহিতা, ৪র্থ অধ্যায়

³ মনুসংহিতা ৫/১৭

চিল, পায়রা, চড়াই, শকুন, প্লব (জলচর পাখি বিশেষ), হাঁস, টিটুভ (তিতির), চক্রবাক, সারস, গ্রামকুকুট, রজ্জুবাল, শুক-সারিকা (টিয়া ও শালিক), দাত্যহ (ডাছক), পানকৌড়ি, বক, মাছ প্রভৃতি প্রাণীর মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

এ বিষয়ে মনুসংহিতায় ভগবান মনু বলেছেন –

**"কলবিষ্কং প্লবং হংসং চক্রাঙ্গং গ্রামকুকুটম্।
সারসং রজ্জুবালঞ্চ দাত্যহং শুকসারিকে ॥"⁴**

অজানা পশু, সাপ, পেঁচা, উট, পক্ষনখ বিশিষ্ট পশু (যেমন—বানর, শূগাল) প্রভৃতি প্রাণীর মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ। তবে পক্ষনখ বিশিষ্ট প্রাণীর মধ্যে গোধা (গোসাপ), শজার, কূর্ম, শশক (খরগোশ) ভোজন করা যায়।

মনুসংহিতা অনুযায়ী—

**"স্বাধিৎ শল্যকং গোধাং খড়্ গকূর্মশাংস্তথা।
ভক্ষ্যান পক্ষনখেয়াজ্জরনুস্ত্রাংশ্চৈকতোদতঃ ॥"⁵**

গ্রাম্য শুকর, ব্যাঙের ছাতা, রসুন, পেঁয়াজ, গ্রাম্য কুকুট, গৃঞ্জন(গাজর)—এই ছয়টি জ্ঞানপূর্বক যে ভোজন করবে তাকে কৃষ্ণ-সান্তপন ব্রতের মাধ্যমে শুদ্ধ হতে হবে। এই বিধি মনুর মতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের ক্ষেত্রে অভক্ষ্য। তবে শূদ্র ভোজন করলে দোষ নেই।

"লশুনং গৃঞ্জনকৈব পলাশুং কবকানি চ।

অভক্ষ্যানি দ্বিজাতীনামেধ্যপ্রভবানি চ ॥"⁶

নিজের জন্য পশু হত্যা করে মাংস ভোজনকে রাক্ষসীয় আচার বলে। তবে যজ্ঞে আছতি দেওয়ার পর যে মাংস অবশিষ্ট থাকে, সেই মাংস ভোজনকে দৈব প্রবৃত্তি বলে।

এ বিষয়ে ভগবান মনু বলেছেন—

"যজ্ঞায় জঙ্ঘির্মাংসস্যেত্যেয দৈবাবিধি স্মৃতঃ।

অতোহন্যথাপ্রবৃত্তিস্তু রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে ॥"⁷

সূতরাং ভোজন করার নির্দেশে আছে শাস্ত্রে মন্ত্র দ্বারা শোধনকৃত মাংস যজ্ঞে আছতি দেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে, মাছ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, রোহিত (রুই), পাতীন (বোয়াল), রাজীব (ডোরাকাটা দাগযুক্ত মাছ), সিংহ তুণ্ডক (যে মাছের মুখের আকৃতি সিংহের মতো) এবং শব্ব (আঁশযুক্ত) মাছ পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে ও দেবতাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে খাওয়া যায়।

এ বিষয়ে মনু তাঁর মনুসংহিতায় বলেছেন—

"পাতীনরোহিতাবাদৌ নিযুক্তৌ হব্যকব্যয়োঃ।

রাজীবান্ সিংহতুণ্ডাংশ সশঙ্কাংশ্চ সর্ববশঃ ॥"⁸

ছাগল প্রভৃতি পশু, ওষধি (যে গাছ ফল পাকার পর মরে যায়), যূপ নির্মাণ যোগ্য বৃক্ষসমূহ এবং তির্যক প্রাণী (পাখী) যজ্ঞের জন্য বিনাশ প্রাপ্ত হয়ে আবার উচ্চ যোনি লাভ করে।

এ বিষয়ে ভগবান মনু বলেছেন—

"ওষধ্যঃ পশবো বৃক্ষান্তির্যক্ষঃ পক্ষিণস্তথা।

যজ্ঞার্থং নিধনং প্রাপ্তাঃ প্রাপ্তবন্ত্যচ্ছিত্তী পুনঃ ॥"⁹

প্রাণী হিংসা না করলে কখনও মাংস উৎপন্ন হতে পারে না, নরকের কারণ প্রাণিবধ। অতএব যজ্ঞের অতিরিক্ত অবিহিত মাংস ভোজন করা উচিত নয়।

যে সকল মাংস ভক্ষণ মদ্যপান ও মৈথুনাধিতে মানুষগণের স্বভাবসিদ্ধ প্রবৃত্তিই হয়ে থাকে, সেই সকল মাংস ভোজন করলে কোনো দোষ নেই- যেহেতু এই সকল মাংস ভক্ষণের কোন বিধি-নিষেধ নেই।

⁴ মনুসংহিতা, ৫/১২ পৃষ্ঠা - ২৬৪

⁵ ৫/১৮, পৃষ্ঠা-২৬৬

⁶ ৫/৫, পৃষ্ঠা-২৬২

⁷ মনুস্মৃতি ৫/৩১, ২৭০

⁸ মনুস্মৃতি ৫/৬, ২৬৫

⁹ মনুস্মৃতি ৫/৪০, ২৭৩ পৃষ্ঠা

দেবতাগণের উদ্দেশ্য না করে ঘি, খীর, - গুড় সংযুক্ত গোধূম চূর্ণ, পায়ের, পিঠে, অলংকৃত পশু মাংস নিবেদনের আগে নিজেদের ভোজনের জন্য এবং সকল পায়ের, পিঠে অলংকৃত পশু মাংস ভোজন করা উচিত নয়।

প্রসবের পর দশ দিন না গেলে যে সকল পশুর দুগ্ধ পান করা যায়, সেই সকল পশুর দুগ্ধ যেমন মেঘের দুগ্ধ, গাভীর দুগ্ধ, একখুর বিশিষ্ট পশুর দুগ্ধ পান করা উচিত নয়।

যে সকল উৎকৃষ্ট পুষ্প, শুভ্র মূল ও ফল জলের সাথে মিশেয়ায় সেই সকল উৎকৃষ্ট পুষ্প, ফল, মূল খাওয়া যায় এবং দই ও দই থেকে জাত ননী তাও খাওয়া যায়। মনুসংহিতা অনুসারে—

"দধি ভক্ষ্যঃ শুভ্রমু সর্ব্বঃ দধিসম্ভবম্।

যানি চৈবাভিষ্যন্তে পুষ্পমূলফলৈঃ শুভৈঃ ॥"¹⁰

সামান্য বক বলাকা, খঞ্জর, দাঁড়কাক, কুমীর, ইত্যাদি প্রকার মৎস্য ভোজী জন্তু, গ্রাম্য শূকর এবং সকল প্রকার অবিহিত মৎস্য ও ভোজন করা যাবে না। তবে আরণ্য শূকর খাওয়া যেতে পারে।

মনুসংহিতার খাদ্য বিধিনিষেধ প্রধানত হিন্দু সম্প্রদায়ের খাদ্যাভ্যাস, বিশেষ করে নির্দিষ্ট মাংস বর্জন (যেমন- গোমাংস) এবং নিরামিষবাদ বর্তমান সমাজে গভীর প্রভাব ফেলে, যা সামাজিক শুদ্ধি-অশুদ্ধির ধারণা এবং বর্ণপ্রথাকে টিকিয়ে রাখে। এটি নিম্নবর্ণের খাদ্যাভ্যাসের ওপর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এবং উচ্চবর্ণের মধ্যে শুদ্ধ খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক স্তর বিন্যাস সুদৃঢ় করে।

বর্তমান সমাজে মনুসংহিতার প্রভাব

নিরামিষভোজী প্রবণতা :- মনুসংহিতায় আমিষ খাদ্য বর্জনের নির্দেশ বা নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে তা গ্রহণের নিয়ম সনাতনীদের একাংশের মধ্যে বজায় রেখেছে নিরামিষ খাওয়ার সংস্কৃতি, যা মিশে গেছে অহিংসার ধারণার সাথে।

গোমাংস নিষেধাজ্ঞা :- গবাদি পশুর পবিত্রতার ধারণার কারণে মনুর বিধি অনুযায়ী হিন্দু সমাজে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ গোমাংস ভক্ষণ, যা বর্তমানের গোরুরক্ষা আন্দোলন ও খাদ্যতালিকাগত বিধিনিষেধে প্রভাব ফেলে।

বর্ণ – ভিত্তিক খাদ্য অভ্যাস :- উচ্চবর্ণের মানুষদের জন্য শুদ্ধি (যেমন – অশৌচ বা মৃত ব্যক্তি সংক্রান্ত সময়ে মাছ – মাংস বর্জন) এবং নিরামিষ মনুসংহিতার আদর্শকে বজায় রাখে।

নিম্নবর্ণের ওপর নিয়ন্ত্রণ :- মনুর বিধান অনুযায়ী নিম্নবর্ণের (শূদ্র) খাদ্য বা তাদের অন্ন গ্রহণ নিষিদ্ধ করে এটি অস্পৃশ্যতার মানসিকতা এবং সামাজিক বৈষম্যকে ধরে রাখে।

ধর্মীয় উৎসব :- পূজাপার্বণে (যেমন- সরস্বতী পূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা, কালীপূজা, দুর্গাপূজা) আমিষ বর্জন করে সম্পূর্ণ নিরামিষ ভোজনের রীতি নীতি মনুসংহিতার বিধি থেকেই এসেছে, যা এখনো প্রবল বাঙালি হিন্দু সমাজে।

অশৌচ বিধি :- অশৌচকালীন সময়ে বা মৃতদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করার পর থেকে মাছ-মাংস খাওয়ার নিষেধ আজও মনুসংহিতার একটি বিশেষ নির্দেশ অনুসারে কঠোরভাবে মানা হয়।

নীতিগত খাদ্যাভ্যাস :- কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে মনুসংহিতার ৫/৪৪ অনুযায়ী বলা হয়েছে "অহিংসামেব তাং বিদ্যাৎদেদাদ্ধমোহি নির্বভৌ।"— পশু হত্যার বৈধতা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও তা বর্তমান সমাজে সামগ্রিকভাবে অহিংসানীতিকে উৎসাহিত করে।

সাত্ত্বিক ও বিশুদ্ধ খাবার :- মনুসংহিতা অনুযায়ী পবিত্র বা সাত্ত্বিক খাবার (যেমন- ফলমূল, দুগ্ধজাত পণ্য) গ্রহণ এবং 'অমেধ্য' বা নিষিদ্ধ খাবার বর্জনের প্রবণতা রয়েছে আমাদের বর্তমান সমাজে।

সামাজিক সংস্কার ও অর্থনীতি :- ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে আমিষ খাবারের ওপর বিধিনিষেধ থাকলেও, মাংস শিল্পের সাথে জড়িত লোকজনের ওপর এটি নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

যদিও বর্তমান বা আধুনিক যুগে অনেকে মনুসংহিতার সব নিয়ম মানেন না, তবুও এর প্রভাব খাদ্য নির্বাচন ও সামাজিক রীতিনীতিতে গভীর ভাবে মিশে গেছে।

এখন অনেকেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও পুষ্টির প্রয়োজনে এই বিধিগুলো মেনে চলেন না, তবুও সামাজিক - সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে মনুসংহিতার প্রভাব গভীর।

উপসংহার:- আমরা যদি মনুসংহিতা মেনে চলি, এই ঋষি বাক্য যদি মেনে চলি তাহলে আমরা ধার্মিক অতএব সবার আগে মনুর শাসন মানতে হবে। এবার প্রশ্ন হতে পারে মনুসংহিতার এই ধর্মগ্রন্থটি কারা মানবে এবং কারা মানবে না। এই প্রেক্ষাপটে একটি উদাহরণ দিয়ে বলা যেতে পারে— **"মক্ষিকা ব্রনমিচ্ছতি"** - সব মাছি তো আর মৌমাছি হয় না। মৌমাছি ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়ায়, আর মাছি আমাদের সারা শরীরে বসবে না যেখানে ক্ষত স্থান আছে বা কোথায় সামান্যতম নোংরা আছে সেখানে গিয়ে বসে। মাছি যেমন ক্ষত স্থান খুঁজে বেড়ায় ঠিক তেমনি এই ধরনের মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিরও ভালোর মাঝে খারাপটাই খুঁজে বেড়ায়। এই মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিরই মনুসংহিতা মেনে চলবে না।

আর যারা সুস্থ/স্বাভাবিক সম্পন্ন মানসিকতার মানুষ তারা মনুসংহিতার শাসনগুলি মেনে চলবে এবং মনুসংহিতা অনুসারে খাদ্যের বিধি-নিষেধগুলি মেনে চলবে।

মনুসংহিতা অনুসারে খাবারের বিধি-নিষেধ, যেমন অশৌচ ও জাতিভেদ ভিত্তিতে খাদ্য গ্রহণ ও বর্জনের নিয়ম, বর্তমান সমাজে সামাজিক বিভাজন, কুসংস্কার বৃদ্ধি, খাদ্যাভ্যাসের বৈচিত্র্য হ্রাস এবং ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় চর্চার ওপর প্রভাব ফেলে। কোনটা খাওয়া যাবে আর কোনটা খাওয়া যাবে না, তা বর্তমান সমাজে সামাজিক বৈষম্য, জাতিভেদ প্রথা, খাদ্যাভ্যাসে কঠোরতা এবং ধর্মীয় গোঁড়ামি বাড়াতে প্রভাব ফেলেছে।

এই নিয়মগুলি অনেক ক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক বিভেদ এবং বর্ণভেদ তৈরি করে, যা বর্তমান সমাজে অদৃশ্যভাবে বা প্রকাশ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করে। আবার অনেকে এর স্বাস্থ্য ও নৈতিক দিক খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন। কিছু গোষ্ঠী কঠোর ভাবে এগুলো মানে (বিশেষত বর্ণভিত্তিক নিয়ম ও অশৌচ), আবার অনেকেই ব্যক্তিগত পছন্দে সেগুলোকে উপেক্ষা করে, যা সমাজে জীবনযাপনের ধারা ভিন্ন খাদ্যাভ্যাস তৈরি করেছে।

কিছু পরিবারে মনুসংহিতার খাদ্যবিধি তাদের খাদ্যাভ্যাস ও রীতিনীতি (যেমন— নির্দিষ্ট দিনে আমিষ বর্জন, অশৌচে মাছ-মাংস না খাওয়া) বজায় রাখতে সাহায্য করে।

মনুসংহিতার কিছু বিধান (যেমন—দূষিত খাবার এড়িয়ে চলা ও বাসি খাবার) ঐতিহ্যগতভাবে স্বাস্থ্য সচেতনতার শিক্ষা দেয়।

এই বিধিনিষেধের নিয়মগুলি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে মেনে চলেন।

আজও কিছু ক্ষেত্রে মনুসংহিতার বিধানকে 'হিন্দু আইন' হিসাবে প্রয়োগ করা হয়, যা খাদ্যের বিষয়েও প্রভাব ফেলে।

মনুসংহিতার খাদ্যবিধি মেনে চলেন (যেমন— পূজাপার্বণে নিরামিষ) সনাতন ধর্মাবলম্বীরা। আবার অনেকে বৈশ্বিক খাদ্যাভ্যাসের কারণ ও আধুনিক জীবনে নির্দিষ্ট বিধি-নিষেধগুলো উপেক্ষা করেন।

আধুনিক হিন্দুরা প্রায়শই মনুসংহিতার এসব বিধি-নিষেধ উপেক্ষা করে এবং মনুসংহিতার সরাসরি প্রভাবকে সীমিত রাখে। বাঙালি সংস্কৃতিতে মাছ-মাংসের ব্যাপক প্রচলিত।

কিছু ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির কাছে এই নিয়ম পালন ছিল আধ্যাত্মিক উন্নতির একটি উপায় এবং আত্মশুদ্ধি।

শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণে ষষ্ঠ স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে ধর্মরাজ যম বারোজন ঋষি বা মহাজনের নাম উল্লেখ করে তার মধ্যে স্বয়ম্ভুব মনুর কথা উল্লেখ করে বলেন, যদি আমরা ভাগবত সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানতে চাই এবং বুঝতে চাই তাহলে তখনও আমাদের মনুসংহিতা জানতে হবে— এই কথা ভাগবত মহাপুরাণে বলা হয়েছে।

স্বয়ম্ভূর্নারদঃ শঙ্কুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ।

প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলিবেয়াসকির্বয়ম্¹¹ ॥

অতএব, এটি বলা যেতে পারে মনুসংহিতা অনুযায়ী খাদ্য কেবল পেট ভরানোর মাধ্যম নয়, বরং শরীরের সাথে আত্মার ও মনের সম্পর্ক নির্ধারণ করে। তাই পবিত্র ও নিয়ন্ত্রিত আহারই জীবনের শ্রেয় এবং শরীরকে সুস্থ ও আত্মাকে পবিত্র করার মাধ্যমে আধ্যাত্মিকতাকে উন্নত করে। পরিশেষে মনুরচিত মনুসংহিতা অনুযায়ী খাদ্য বিধি-নিষেধ নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্লোক উল্লেখ করে বলা যায় যে—

¹⁰ ৫/১০, ২৬৪ পৃষ্ঠা

¹¹ ভাগবতপুরাণ – ৬.৩/২০

"न मांसभक्षणं दोषो न मदये न च मैथुने।
प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला॥"¹²

মাংস খাওয়া, মদ্য পান বা যৌন মিলনে কোনো পাপ নেই— এগুলি প্রাণীদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, কিন্তু এই প্রবৃত্তি থেকে বিরত বা 'নিবৃত্তি' থাকা অনেক বেশি সুফল বা পুণ্য প্রদান করে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১. সরকার, শ্রীবিহারীলাল, মনুসংহিতা, সাল, ৩৪/১ কলুটোলা স্ট্রীট বঙ্গবাসী স্ট্রীম, কলিকাতা ১৮৮৭।
২. ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়, শাস্ত্রী মানবেন্দু, মনুসংহিতা, শ্রী বলরাম প্রকাশনী, ১০১ বি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা - ৭০০০০৬।
৩. মুখোপাধ্যায় উপেন্দ্রনাথ, মুখোপাধ্যায় শ্রী সতীশচন্দ্র, মনুসংহিতা, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা, ১১৬ নং বহুবাজার স্ট্রীট।
৪. শর্মা হালদার শ্রীযুক্ত বাবু রামধন, মনুসংহিতা (প্রথম খণ্ড), কলিকাতা, ১৭৭৬।
৫. মুখোপাধ্যায় শ্রী উপেন্দ্রনাথ, বৃহৎ মনুসংহিতা, বীড়ন স্কয়ার নূতন কলিকাতা যাত্রালয় দ্বারা মুদ্রিত, কলিকাতা, ১৩৩২।
৬. বন্দ্যোপাধ্যায় ড. মানবেন্দু, মনুসংহিতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮ বিধান সরনী, কলিকাতা - ৭০০০০৬, ২০২০।
৭. বন্দ্যোপাধ্যায় সুরেশচন্দ্র, মনুসংহিতা, আনন্দ প্রকাশনী।
৮. দত্ত, চৈতালী, মনুসংহিতা, নবপত্র প্রকাশন (ভারত) ২০১৭।
৯. দত্ত, চৈতালী, মনুসংহিতা, বেদঘর লাইব্রেরী, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা - ৭৩।
১০. দত্ত, চৈতালী, মনুসংহিতা, নবপত্র প্রকাশন, ২০১৮।

Creative Commons (CC) License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–Non-Commercial–No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. This license permits sharing and redistribution of the article in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted under this license.

About the Corresponding Author



মালিকা দোলুই is affiliated with the Department of Sanskrit at The University of Burdwan, West Bengal, India. Her academic interests focus on the Sanskrit language, classical literature, and Indian philosophical traditions. She is engaged in scholarly research that explores ancient texts and contributes to the study and preservation of India's rich Sanskrit heritage.

¹² মনুস্মৃতি ৫/৫৬